গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাড়ি নং-৪৪, সড়ক নং-১২/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।
www.pmedutrust.gov.bd

উত্তম চর্চা সংক্রান্ত প্রতিবেদন

শিরোনাম: টেলিফোনেই তাৎক্ষণিক সমস্যার সমাধান

ভূমিকা: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর সার্বিক নির্দেশনায় অর্থের অভাবে শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত দরিদ্র, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট' গঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে এ পর্যন্ত ৭ লক্ষ ৪৬ হাজার ১শ ৯২ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৪১১ কোটি ১৬ লক্ষ ৪৮ হাজার ৯শ ৪০ টাকা উপবৃত্তিবাবদ বিতরণ করা হয়েছে। তার মধ্যে ৭৫% হিসেবে মোট ৬ লাখ ৩২ হাজার ৭শ ৫২ জন ছাত্রীকে মোট ৩৪৮ কোটি ৬৬ লক্ষ ১০ হাজার ৬শ ৪৩ টাকা এবং ২৫% হিসেবে মোট ১ লাখ ১৩ হাজার ৪৪০ জন ছাত্রকে ৬২ কোটি ৫০ লাখ ৩৮ হাজার ২৯৭ টাকা উপবৃত্তিবাবদ প্রদান করা হয়। ২০১২-২০১৩ অর্থবছর থেকে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর উপবৃত্তি কার্যক্রম চালু হয়। ৩০ জুন ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তি বিতরণের মাধ্যমে এ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রম শুরু থেকে এ পর্যন্ত সারা দেশব্যাপী সফলতার সাথে পরিচালিত হয়ে আসছে এবং বর্তমানে ডিজিটাল পদ্ধতিতে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তি বিতরণ করা হচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে সঠিকভাবে উপবৃত্তি সংক্রান্ত ডাটা সংগ্রহের নিমিত্ত প্রতি শিক্ষাবর্ষে জেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এবং সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানকে টেলিফোন মারফত, চিঠি ও অন্যান্য তথ্যাদির মাধ্যমে অবহিত করা হয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ সকল নিয়ম কানুন অনুসরণ করে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে ডাটা সংগ্রহ করে ফরম পুরণ করণের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এ সকল তথ্যাদি প্রেরণ করে থাকে। শিক্ষার্থীদের প্রেরিত তথ্যাদি যাচাই-বাচাই করে তা উপবৃত্তি বিতরণের জন্য প্রস্তুত সংক্রান্ত সকল কাজ সঠিকতার সহিত করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণ নীতিমালা অনুযায়ী আর্থিক সহায়তা এবং দুর্ঘটনার কারণে গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের নীতিমালা অনুযায়ী আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়। যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের ব্যাংক হিসাবের বিপরিতে চেকের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি. কোর্সে ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান করা হয়।

সমস্যা: স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে উপবৃত্তির জন্য প্রেরিত তথ্যে অনেক ভুল বা সমস্যা দেখা যায় যেমন: শিক্ষার্থীদের নামের ও অভিভাবকের নামের ভুল, মোবাইল নম্বরের ডিজিট কম-বেশি। কোন কোন শিক্ষার্থীর নামের পরিবর্তে অভিভাবকের নাম, শিক্ষার্থীর নিজের মোবাইল নম্বর না দিয়ে কোন বন্ধু বা বান্ধবীর মোবাইল নম্বর এবং এজেন্ট ব্যবসায়ীদের মোবাইল নম্বর প্রেরণ। উপবৃত্তির এসএমএস পাওয়া সত্বেও এসএমএস না দেখার কারণে উপবৃত্তি পায়নি মর্মে অত্র অফিসে ফোন করা এবং অভিভাবকের মোবাইল নম্বরে এসএমএস প্রেরণ করা হলে শিক্ষার্থীকে তা না জানানো। উপবৃত্তি প্রাপ্যতার বিষয়ে নিয়ম কানুন সম্পর্কে জানতে চাওয়া।

সমাধান: স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা উপবৃত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে সার্বক্ষণিক প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করে থাকে। এ সমস্যা সমাধানের জন্য অত্র অফিসের সংশ্লিষ্ট শাখায় এক জন অফিস সহাকারীকে দায়িত্ব প্রদান করা আছে। তিনি সার্বক্ষণিক শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি সংক্রান্ত সমস্যার জবাব এবং উপবৃত্তি বিষয়ক সকল নিয়ম কানুন শিক্ষার্থীদেরকে টেলিফোনের মাধ্যমে অবহিত করে থাকে এবং ঊর্ধ্বতন কতৃপক্ষকে রিপোর্ট করেন।

ফলাফল: শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তি বিতরণ, আর্থিক সহায়তা ও আর্থিক অনুদানসহ উপবৃত্তি সংক্রান্ত সকল সমস্যা টেলিফোনের মাধ্যমে সমাধান করার ফলে শিক্ষার্থীরা তাৎক্ষণিকভাবেই উপবৃত্তি বিষয়ে তাদের সমস্যার সমাধান পাচ্ছেন। ফলে শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি পাওয়া নিশ্চিত হয়েছে এবং উপবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছেন।